প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **ফরিদপুর**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০২ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**প্রাচীন মসজিদ** (মজলিশ আব্দুল্লাহ খান মসজিদ)		**ভাঙ্গা** গ্রাম: পাথরাইল	২৩°২০'২৯.৮"উ. ৯০°০৫'২০.৩"পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন নম্বর: এফ.৫-৩/৬৬.এ. এম ১০ মে, ১৯৬৬	সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) শাহ্-এর রাজত্বকালে এ মসজিদ নির্মাণ করা হয়। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় মসজিদটি নির্মিত। মসজিদের মধ্যভাগ বরাবর এক সারিতে উত্তর-দক্ষিণে পাথরের ০৪টি পিলার ছিল। পরবর্তীতে সংস্কারের সময় ইটের পিলার দেয়া হয়। আসল পাথরের পিলারগুলি মসজিদের বাহিরে সরিয়ে রাখা হয়েছে।
২.	**মথুরাপুর দেউল**		**মধুখালী**	২৩°৩৩'৪১.৯"উ. ৮৯°৩৭'৪১.০"পূ.	বেঙ্গল সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ৫৬৮৭ পি ০৩ মে, ১৯৩৫	মথুরাপুর দেউল নির্মাণের সময় এবং নির্মাতা সম্পর্কে তথ্য সমসাময়িক কালের ইতিহাস থেকে জানা যায় না। কোদলা মঠের ন্যায় মথুরাপুর মন্দিরও একটি মঠ এবং এর নির্মাণকাল ১৬ শতক বলে মনে করেন কে. এন দিক্ষিত। দিনেশ চন্দ্র সেন এর মতে, এ বিশাল উঁচু মন্দির নির্মাণ করেন সংগ্রাম সিংহ। এ সংগ্রাম সিংহ মোগল রাজকীয় সেনা বাহিনীর একজন ক্ষত্রিয় সেনাপতি ছিলেন। মন্দিরটির উঁচু শিখর ধরনের সাথে বাগেরহাট জেলার কোদলা মঠের মিল রয়েছে। মন্দিরের বহি:দেয়াল গাত্রে খাঁজকাটা ইটের নক্শা এবং ছোট ছোট পোড়ামাটির ফলকচিত্র প্রত্নস্থানটির বিশেষ আকর্ষণ। ফলকচিত্রের নকশায় রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী এবং দৈনন্দিন চিত্র চিত্রায়িত করা হয়েছে।